Course Module

SEMESTER-IV

Course : History Hons

Paper : CC-VIII (Unit-3)

Teacher : Nilendu Biswas

Topic : The Moughal Economy

❖ **মোগল যুগে কারিগরদের অবস্থান ও মর্যাদা ঃ** সুলতানি রাজত্বকালে ভারতীয় কারিগরী শিল্প ও অর্থনীতির বিকাশ ত্বরান্বিত হতে থাকে, যার গতিপ্রবাহ মোগল রাজত্বেও অব্যাহত ছিল । বাবর থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত শাসকই নগর গড়ে তোলায় কম-বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন । সম্রাটকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে প্রাদেশিক স্তরেও গড়ে উঠেছিল অসংখ্য ছোট-বড় শহর । শহুরে জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল কারিগরী শিল্প । কথিত আছে যে বাবরের স্বল্পকালীন রাজত্বে প্রতিদিন ৬৮০ জন শ্রমিক আগ্রা শহরে নানারকম সৌধ ইত্যাদি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিল । আকবরের রাজত্বে প্রতিদিন ৪০০০ জন শ্রমিক নানা ধরণের নির্মাণ কর্মে, বিশেষ করে আগ্রা দুর্গ নির্মাণের কাজে যুক্ত ছিলেন ।

মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই কারিগর শ্রেণি ছিল হিন্দু সমাজের জাতভিত্তিক । প্রায় সবক্ষেত্রেই সামান্য পরিমাণ যন্ত্রের সাহায্যে এবং ব্যক্তিগত দক্ষতায় পন্যসামগ্রী উৎপাদিত হত । রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উন্নত মানের কৃৎকৌশল প্রয়োগে কোন উৎসাহ দেখানো হয়নি । আবার এই সময় ইউরোপে যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়েছিল সেই জাতীয় যন্ত্র ভারতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়নি । সবক্ষেত্রে কারিগররা ব্যক্তিগত উদ্যম ও সৃজনীশক্তির সঙ্গে পারিবারিক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন করত । এই অবস্থার জন্য বাজারের অভাবকে দায়ী করা হয় । পাশাপাশি, তাদের পুঁজির জোগানও ছিল সীমিত । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎপাদকরা শুধুমাত্র স্থানীয় চাহিদার কথা মাথায় রেখে কাজ করত ।

সুলতানি রাজত্বকাল থেকেই ভারতে দুই ধরণের কারিগর দেখা যায় । প্রথম শ্রেণির কারিগররা ছিল সকলে গ্রামীণ । তারা মূলত চাষের কাজে নিযুক্ত থাকত এবং অবসর বা যে ঋতুতে ক্ষেতে কোন কাজ থাকত না, সেই সময়ে তারা কারিগরী শিল্পে যুক্ত থাকত । এইসব কারিগররা ছিল আসলে প্রাথমিক কৃষক । এদের দ্বারা তেল নিষ্কাশন, নীল শোধন এবং রেশম গুটি পালনের মত পেশাগুলিতে কাজ চলত । বহু স্থানে তন্তুবায়দেরও অবসরকালীন পেশায় নিযুক্ত থাকতে দেখা যায় । আর দ্বিতীয় শ্রেণির কারিগররা ছিল জাতভিত্তিক পারিবারিক পেশায় যুক্ত । কামার, স্বর্ণকার, তন্তুবায় প্রভৃতি ছিল এই শ্রেণির । এদের শহর ও শহরতলিতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া যেত।

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মোগল রাজত্বে কারিগরী শিল্পে পরিবর্তনের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন । অতি দক্ষ ও উদ্যমী ব্যক্তিরা কারিগর থেকে বণিকের পর্যায়ে উন্নীত হল । তাদের অধীনে একাধিক কারিগর কাজ করত, যাদের ভরণপোষণ থেকে উৎপাদনের কাঁচামাল-- সবই বণিকরা জোগাত । মোগল রাজত্ব এই জাতীয় কারিগর বণিককে বলা হত 'উস্তাদ'। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'-তে অভিজাত ও যোদ্ধাদের প্রথম শ্রেণিভূক্ত এবং বণিক-কারিগরদের দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত বলেছেন । আর বিদ্বজন বা উলেমাদের তৃতীয় শ্রেণিভূক্ত হিসাবে গণ্য করেছেন । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মোগল রাজত্বের প্রাথমিক কালে কারিগর-বণিকদের মর্যাদা ও মূল্য অস্বীকার করা হয়নি ।

মোগল রাজত্বে অর্থব্যবস্থা ক্রমে দৃঢ়ভিত্তি পেতে থাকলে বর্হিবাণিজ্যকে অস্বীকার করা যায়নি । বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কারিগর ও বণিকদের সামাজিক প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে । সপ্তদশ শতকের শেষপর্ব থেকে শুরু করে পরবর্তী ১০০ বছর তাদের এই প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল । কাশ্মীরে এমন বহু উস্তাদ ছিল যাদের প্রত্যেকের অধীনে ৩০০-র মত কারিগর তাঁতের কাজ করত । অযোধ্যায় একজন উস্তাদ গড়ে ৫০০ কারিগরদের সাহায্যে নিজের ব্যবসা চালাতেন । ডঃ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী দেখিয়েছেন, মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে কারিগর বণিকরা কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় । কিন্তু কারিগর ও শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থা প্রসঙ্গে মোরল্যান্ড উল্লেখ করেছেন, গ্রামে কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা একজন দাসের অপেক্ষা ভালো কিছু ছিল না । যদিও গ্রামীণ কারিগর ঐতিহ্যগতভাবে অঞ্চল বিশেষে নিজের শ্রমের বিনিময়ে পারিবারিক ভরণপোষণ করতে পারত ।

❖ **মোগল যুগে কৃষি ভিত্তিক শিল্প ঃ** কলকারখানার প্রচলন না থাকায় মোগল যুগে হাতে তৈরি জিনিসের প্রচলন বেশি ছিল । তবে হাতে তৈরি শিল্প বলতে কৃষি ভিত্তিক কুটির শিল্পের কথা বলা হয় । বিভিন্ন উপায়ে শর্করা উৎপাদন গ্রামীণ কুটির শিল্পের অঙ্গ ছিল । আখ ও তালের রস থেকে কৃষকরা গুড় ও চিনি প্রস্তুত করত । আখ ও তালের রসকে আগুনে জ্বাল দিয়ে এবং পরে বলদে টানা কাঠের রোলার দিয়ে চিনি প্রস্তুত করা হত । গুড় প্রস্তুতকারীদের প্রত্যেকের আখ মাড়াই কল ও চুল্লি ছিল । আবুল ফজল ৫ রকম চিনির

তালিকা দিয়েছেন । বাংলা, উড়িষ্যা, আগ্রা, মুলতান, গুজরাট চিনি তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল । আবুল ফজল বাংলার চিনিকে প্রথম শ্রেণির বলেছেন । বিদেশি পর্যটকরাও বাংলায় প্রস্তুত লাল ও সাদা চিনির প্রশংসা করেছেন ।

কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসাবে মোগল যুগে নীলের উৎপাদন খুব প্রসিদ্ধ ছিল । এটি অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল । গোড়ার দিকে নীলের চাষ হত আগ্রা ও গুজরাটের সরখেজ অঞ্চলে । আগ্রার নীলের খুব নামডাক ছিল । শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে নীল উৎপাদক স্থান হিসাবে বিয়ানার স্থান সর্বপ্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানে সরখেজ । পরে বাংলা ও বিহারে ব্যাপক নীলের চাষ শুরু হয় । অবশ্য ষোড়শ শতকে কেবল অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্যই নীলের উৎপাদন করা হত । নীল থেকে কাপড়ের রঙ তৈরি হত । তাই কাপড় তৈরির কেন্দ্রগুলিতেই, যেমন- আগ্রা, মসুলিপট্টম, ঢাকা, কাশিমবাজার, আমেদাবাদ ইত্যাদি স্থানে নীলের চাহিদা ছিল বেশি । খাঁটি নীলের রঙ ছিল বেগুনি, রোদের আলোয় তা ঝলমল করত ।

দেখাগেছে নীলের ব্যবসা খুবই লাভজনক হওয়ায় ইউরোপের বিভিন্ন জাতির ব্যবসাহীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় । এশিয়ার ব্যবসাহী হিসাবে আর্মেনীয়, পার্শি, মোগল ও হিন্দুরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় । ইউরোপীয় বণিকরা পূর্বে ইউরোপের দেশগুলিতে ও ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলিতে নীল রপ্তানি করত । এছাড়া আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়ার নানা দেশে ভারতীয় নীলের ভালই চাহিদা ছিল । কিন্তু মোগল যুগের শেষদিকে আর্ন্তজাতিক বাজারে ভারতীয় নীলের চাহিদা কমতে থাকে । এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ নারায়ণ সরকার উল্লেখ করেছেন, 'ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষে রাজনৈতিক অনিশ্চিত অবস্থা ও জলবায়ুর পরিবর্তনে নীল চাষ ব্যাহত হয়েছিল । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিম ভারতীয় নীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় নীল ইউরোপীয় বাজার থেকে পিছু হটতে থাকে ।'

এছাড়াও কৃষি-ভিত্তিক কুটির শিল্পে তৈল, তামাক, আফিম ও মদ উৎপাদন হত । তৈলবীজ উৎপাদন হত সরিষা, নারিকেল থেকে । তেল উৎপাদনকারীদের 'তেলি' বলা হত । ঘানি নামক কাঠের তৈরি এক প্রকার যন্ত্রে, বলদের সাহায্যে ঘানি চালিয়ে তৈলবীজ পেষাই করে তেল তৈরি করা হত । গুজরাট, মহীশূর, উড়িষ্যা, বাংলা, গোলকুন্ডা প্রভৃতি অঞ্চল তেল উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল । উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরে গন্ধতেল তৈরি হত । তেল ছাড়াও আফিম, তামাক, কফি চাষ হত, যেগুলি থেকে নানা রকম মাদক তৈরি হত । মালব, বেরার, খান্দেশ, বারাণসী, রাজপুতানা, বাংলা ও বিহারে আফিম তৈরি হত । খেজুর বা তালের রস থেকে তাড়ি, মহুয়া থেকে মদ, ভাত থেকে পচাই ও ঝোলা গুড় থেকে ভাল দেশি মদ তৈরি হত । সুরা পানের ওপর বিশেষ নিষেধাজ্ঞা থাকলেও প্রচুর লোক সুরাপান করত ।

----------0----------

Model Question (Marks - 5)

১) মোগল যুগে কারিগরদের অবস্থান ও মর্যাদার পরিচয় দাও ।

২) মোগল যুগে কৃষি ভিত্তিক শিল্পের পরিচয় দাও ।